ভিন্নমতের সম্মানিত সম্পাদকত্রয়ের প্রতি

আপনাদের prompt answer এর জন্য ধন্যবাদ। ভাল হত, যদি সিনিয়র লেখক নাজমা মোস্তফার সাথে মিলিয়ে উত্তর না দিতেন। তাহলে, পরিস্কারভাবে বুঝতে পারতাম কোন অংশটুকু সদালাপের সম্পাদকের উদ্দেশ্যে আর কোন কথাগুলো নাজমা মোস্তফার প্রতি। চেষ্টা করব সদালাপের সম্পাদকের প্রতি অংশটুকুর উত্তর দিতে।

> আপনারা লিখেছেনঃ সদালাপ থেকে নাজমা মোস্তফার দু'টো রচনার লিঙ্ক ভিন্নমতে সংযুক্ত করার কারণে সম্পাদক জনাব আমান উল্লাহ আমান ও নাজমা মোস্তফা উভয়েই ভীষন রাগান্বিত হয়েছেন।

জ্বি না। রাগান্বিত হইনি। ভীষন রাগান্বিতের তো প্রশ্নই ওঠেনা। বস্তুতঃ সদালাপ মধ্যপন্থী মতবাদের প্রতি এমফাসাইজ করে বলে, 'ভীষন রাগের' মত একষ্ট্রিম ব্যাপার-স্যাপার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে। (নাজমা মোস্তফা রাগান্বিত হয়েছেন কিনা সেটি তিনিই বলতে পারবেন)। আপনারা 'কুদ্দুস খানের প্রতি' লেখাটি কাইন্ডলি আরেকবার পড়ে দেখুন, সেখানে রাগের কোন কথা নেই।

> আপনারা বলেছেনঃ আর আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি যে, ভুল বশতঃ সদালাপ বানানটি আমরা ভুল লিখেছি ও নাজমা মোস্তফার রচনার একটা ভুল লিঙ্ক দিয়েছি।

ভুল স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করার জন্য ধন্যবাদ। 'কুদ্দুস খানের প্রতি' লেখাটিতে ৩টি পয়েন্টের মধ্য ২টি পয়েন্টের সদুত্তর পাওয়া গেল। ভিন্নমতের পক্ষ থেকে ভুল স্বীকার করার উদারতা প্রশংসার্হ।

> আপনারা বলেছেনঃ সদালাপ সম্পাদক বা নাজমা মোস্তফা এ ব্যাপারে একটি email দিয়ে আমাদেরকে জানাতে পারতেন -রাগান্বিত হওয়ার এবং সেই সাথে অর্মাজিত ভাষা ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিলনা।

নাজমা মোস্তফা কি করতে পারতেন সেটি তিনি বলতে পারবেন কিন্তু সদালাপের পক্ষ থেকে রাগের কোন ব্যাপার নেই। যেহেতু, আপনারা স্পষ্ট করে বলেননি 'কুদ্দুস খানের প্রতি' লেখাটিতে ঠিক কোন বাক্যটি আপনাদের কাছে অমার্জিত বলে মনে হয়েছে তাই এটির বিবেচনার ভার পাঠকের উপর ছেড়ে দেওয়া ভাল। বস্তুতঃ সদালাপে আমরা মনে করি, অমার্জিত ভাষা ব্যবহারের আদতে প্রয়োজন নেই।

> আপনারা লিখেছেনঃ জনাব আমানের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমরা নাজমা মোস্তফার কোন লেখাই প্রকাশ করিনি। আমান সাহেব ও নাজমা মোস্তফা হয়ত ভিন্নমতের লিংক দু'টোতে ক্লিক করে দেখেন নি। করলে দেখবেন দুটো লিঙ্কই সদালাপের প্রকাশনা – ভিন্নমতের প্রকাশনা অবশ্যই নয়। কোন কিছু যাচাই না করে, কাউকে অহেতুক অভিযোগ করাটা কোন ক্রমেই আকাংখিত নহে। আর যদি লিংক দু'টো প্রকাশে সদালাপ সম্পাদক ও নাজমা মোস্তফা রাগান্বিত হয়ে থাকেন, তার আগে উনারা দুজনেই বলবেন কিঃ কেন আমরা লিঙ্ক প্রকাশ করতে পারব না? কোন দেশের কোন আইনে সেটা নিষিদ্ধ? দয়া করে আইনগুলো আমাদেরকে দেখাবেন কি? আমরা তৎক্ষণাৎ মাফ চেয়ে বা দুঃখ প্রকাশ করে ভিন্নমত থেকে লিংকগুলো সরিয়ে দেব।

ভিন্নমতে প্রকাশিত লিঙ্ক দুটি কারেক্টলি সদালাপের প্রকাশনা হিসেবেই নাজমা মোস্তফার লেখা দুটি দেখায়। আপনারা বলার আগে তা ক্লিক করে দেখেওছি, নাহলে কি আর বলতে পারতাম ওখানে সদালাপের রেফারেন্সে নাজমা মোস্তফার লেখার লিঙ্ক দুটিতে shodalap বানানটি লিখতে দু'বার ভুল করেছেন (যার একটি সঠিক করেছেন আজকে সেপ্টেম্বর ০৫, central European time around 3PM, আপনাদের দুঃখ প্রকাশের প্রায় পনের ঘন্টা পরে)। আপনারা জিজ্ঞাসা করেছেন-কোন দেশের কোন আইনে সেটা নিষিদ্ধ? এবং আইনগুলো দেখতেও চেয়েছেন। এটা কেমন কথা হল? আপনারা যদি বলতে চান লেখকের পুনঃ পুনঃ আপত্তি সত্ত্বেও তার লেখার লিঙ্ক প্রকাশ করার আইন আছে, তাহলে সেই আইনটি তো আপনাদেরকে দেখাতে হবে। Burden of proof আমাদের ঘাড়ে দিচ্ছেন কেন? যারা গড আছেন বলছেন, তাদেরকে আপনারা সকল সময় বলছেন যে যেহেতু বিশ্বাসীরা বলছেন গড আছেন, তাদেরকেই প্রমান পেশ করতে হবে। এখন এরকম ডাবল ষ্টান্ডার্ড করলে কি করে হবে?

ইন্টারনেটে আইন প্রণয়ন করার জন্যে কোন সংসদ নেই। কিন্তু কিছু অলিখিত নর্ম আছে যেগুলি কেহ কেহ মেনে চলে আবার কেহ কেহ মনে করে মেনে চলার দরকার নেই। এই নর্মগুলি অনেকটা সাবজেক্টিভ হওয়ায়, যে চায় তাল গাছ তারই থাকে। সদালাপে

প্রথম আলো পত্রিকার লিঙ্ক আছে, এখন মতিউর রহমান সাহেব যদি আপত্তি জানিয়ে সেটি সরিয়ে নিতে বলেন, আমরা সরিয়ে নেব। খামখা তার সাথে তর্ক করতে যাবনা। আমাদের কাছে এটিই নর্ম বলে মনে হয়। নাজমা মোস্তফা ভিন্নমতে তার লেখার লিঙ্ক রাখতে চাচ্ছেন না, সদালাপের এডিটরকে লেখা চিঠি তে তিনি জানাচ্ছেন: *inter alia*, But I am not interested to publish my articles on that site. I wish you would take active steps. So that they should erase my article and... -Nazma Mustafa (http://shodalap.com/NM_about_vinnomot.htm). এই জন্য জনাব কুদ্দুস খান কে এটি বিবেচনা করে দেখতে বলেছি। সদালাপের লেখকদের অধিকারের কাছে আমার হাত বাঁধা।

> আপনারা লিখেছেনঃ আপনাদের এই অমার্জিত ভাষায় অন্যায় প্রতিবাদ (নাজমা মোস্তফার লেখায়) ছাপানোটা অবশ্যই সদালাপ সম্পাদকের উচিত হয় নি। এবং আমরা অনুরোধ করব, নাজমা মোস্তফার ঐ লেখাটি সরিয়ে ফেলার জন্য। ভিন্নমতের কাছে দুঃখ প্রকাশ না করলেও চলবে।

নাজমা মোস্তফার লেখাটি সদালাপ থেকে সরিয়ে নেয়ার অনুরোধ করেছেন। আমরা এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক তাঁর দু'টি লেখাই আবার পড়ে দেখব এবং সেগুলি যদি সদালাপের পলিসি লংঘন করে তবে আমরা তা সরিয়ে নেব।

সম্মানিত সম্পাদকবৃন্দ: আমি যদি আপনাদের অনুরোধ করি, ভিন্নমতে একটি বিশেষ ধর্মালম্বীদের বিরুদ্ধে ঘৃনা ছড়িয়ে লেখাটি (আমি ইসলামকে ঘৃনা করি-তাসমিনা হোসেন) সরিয়ে নিতে ও এই লেখাটি প্রকাশ করার জন্যে ইসলামের অনুসারীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করতে, আপনারা কি করবেন? উত্তর না দিলেও চলবে, আফটার অল, আমেরিকার ল তে আছে, you have a right to remain silent (Miranda rights, Miranda vs Arizona)

> আপনারা বলেছেনঃ এটাও মনে রাখবেন যে, অন্ততঃ যখন একটা সভ্য দেশে বসবাস করছেন তখন কিছুটা হলেও মার্জিত ভাষা প্রয়োগ করা বাঞ্চনীয়। অন্যের অধিকার চর্চায় বাধা দেওয়া অবশ্যই আকাংখিত নহে, যা আমাদের মাতৃভূমিতে অহরহ হয়ে থাকে।

শুধু সভ্য দেশে নয়, অসভ্য দেশে বসবাস করলেও মার্জিত ভাষা ব্যবহার করা বাঞ্চনীয় (btw, সভ্য নয় এরকম একটি দেশের নাম বলবেন কি?)। আর সভ্য-অসভ্যের কথা যখন তুললেন তো বলিঃ ফ্রান্সে কিছু মেয়েরা পোশাক পরার স্বাধীনতার দাবিতে হিজাব পরে প্রছেশান (procession) বের করলো, অপরদিকে অষ্ট্রেলিয়ায় কিছু মেয়েরা পোশাক না পরার স্বাধীনতার জন্যে, খালি গায়ে প্রছেশান বের করে। কোনটি সভ্য আর কোনটি অসভ্য বলা যাবে কি? এটি কি দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার নয়? আপনাদের অধিকার চর্চায় বাধা দেব কেন? নাজমা মোস্তফার অধিকার চর্চায় আপনারাই বা বাধা দেবেন কেন?

> সবশেষে জানালেনঃ আমাদের জানামতে, অন্ততঃ ইন্টারনেটের উন্মুক্ত পত্রিকা বা website-এ প্রকাশিত সব material-ই public property. সেই সূত্রে ভিন্নমতের যে কোন প্রকাশ অন্য website-গুলো প্রকাশের অধিকার রাখে এবং আমরা অন্যদের বাধা দেওয়ার কোন অধিকার পোষন করি না বরং আমাদের লেখাগুলো ছাপাতে উৎসাহিত করি।

ভিন্নমতের পলিসি জানলাম। আমরা মনে রাখব।

সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
জুরিখ, সুইটজারল্যান্ড
সেপ্টেম্বর ৫, ২০০৫